দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বৎসরে ২০০ দিনই স্কুলে ক্লাস হয় না।

সঠিকভাবে নাম লিখিতে পারে না এমন ছাত্র-ছাত্রী ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হইতে আসে

শিক্ষকদের বাড়তি দায়-দায়িত্ব ও অনুষ্ঠানাদি সারা বৎসর লাগিয়াই আছে

উত্তরাঞ্চলীয় জনপদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার পরিবেশ নাই

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা ॥ উত্তরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করিতে হয় বলিয়া শিশুদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিশু জরিপ গণশিক্ষা জরিপ, শিক্ষা-পক্ষ পালন, সেনিটেশন ও ডেসিমিনেশন কারিকুলাম প্রশিক্ষণ ও ভোটার তালিকা তৈরীসহ আরো অন্যান্য কাজে প্রায় সারা বৎসর পার হইয়া যায়। প্রতি বৎসর পৌরসভা এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে ৩ মাস স্বাভাবিক ক্লাস বন্ধ রাখিয়া পিটিআই-এর শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সময় শিশুদের মাসিক পাঠদান কর্মসূচী অনুযায়ী পাঠদান হয় না। এমন কি এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন এই সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ রাখিয়া কর্তৃপক্ষ বেঞ্চ নিয়া যায়।

ইহাছাড়াও বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন শিশুদের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণসহ অন্যান্য নানা কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সারাদিন পার হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিশুদের পাঠদানের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে সরকারের অন্যান্য কর্মসূচী সম্পন্ন করার উপর অগ্রাধিকার দেওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ফেল হওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি নিয়ম থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা না দিয়াই পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত করা হয়।

গ্রামাঞ্চলের হাইস্কুলের কয়েকজন শিক্ষক জানান, সঠিকভাবে নাম লিখিতে পারে না, এমন ছাত্র-ছাত্রীও প্রাথমিক বিদ্যালয় পাস করিয়া হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আসিতেছে।

হাইস্কুলগুলিতেও এখন আর আগের মতো ক্লাস হয় না। বৎসরের অর্ধেক দিনই ছুটি থাকে। বৎসরের নির্ধারিত ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটিসহ

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

উত্তরাঞ্চলীয় জনপদে

(৩য় পৃঃ পর)

মোট ছুটি থাকে ১৩৭ দিন। ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে নতুন শ্রেণীতে ভর্তি ইত্যাদি কারণে ক্লাস হয় না। তাহাছাড়া, সারা বৎসর কোন না কোন অনুষ্ঠান স্কুলে লাগিয়াই থাকে। বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অন্যতম।

জেলা ও থানা পর্যায়ের স্কুলসমূহ এস এসসি পরীক্ষার সময় বন্ধ থাকে। স্কুলের নিজস্ব ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার সময় ক্লাস বন্ধ থাকে মাসাধিককাল। ঈদ-উল-ফিতরের লম্বা ছুটির পর কিছুদিন পরেই শুরু হয় ঈদ-উল-আযহার ছুটি। গ্রীষ্মকালীন ছুটি, পূজার ছুটিতো আছেই। হরতাল, ধর্মঘটের সময় ক্লাস চলার প্রশ্নই আসে না। হিসাবে দেখা যায়, বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০০ দিনই স্কুলে ক্লাস হয় না। ফলে সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশুনা অর্ধেকও হয়না।